Made by

Animesh Ghosh, CEO, Fuck My Life Inc.

হয়। এর ফলে সমগ্র ক্যাথলিক জগতে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়।

(viii) ইংল্যাণ্ডের ভূমিকা ঃ নেপোলিয়নের পতনে ইংল্যাণ্ডের ভূমিকা ছিল অতি গুরুত্বপূর্ণ। ইংল্যাণ্ড ধারাবাহিক ভাবে নেপোলিয়নের বিরোধিতা চালিয়ে যায়। পরিশেষে, ওয়াটারলু (১৮১৫ খ্রিঃ) যুদ্ধে তিনি ইংরেজ সেনাপতি ডিউক অব ওয়েলিংটনের কাছে পরাজিত হন।

মেটারনিখ কিভাবে ইউরোপে একটি রক্ষণশীল ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন?

উত্তর ঃ কূটনীতির যাদুকর হিসাবে খ্যাত অস্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী প্রিন্স ক্লেমেন্স ফেন মেটারনিখ ছিলেন রক্ষণশীল নীতির পুরোহিত। তিনি ফরাসী বিপ্লব প্রসূত প্রগতিশীল ভাবধারা অর্থাৎ 'উদারতন্ত্র', 'জাতীয়তাবাদ' ও গণতন্ত্রের বিরোধী ছিলেন। তিনি ইউরোপের প্রাক-ফরাসী বিপ্লব যুগের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা পুনঃ প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে যে নীতি ও পরিকল্পনা করেছিলেন 'মেটারনিখ ব্যবস্থা' বা পদ্ধতি নামে পরিচিত।

মেটারনিখ প্রথমে তাঁর নিজ সাম্রাজ্য অস্ট্রিয়ায় সাফল্যের সঙ্গে এই নীতি চালু করেন।

অস্ট্রিয়ায় এই নীতিকে কার্যকর করতে গিয়ে তিনি সেখানকার সকল প্রকার সংস্কার ও প্রগতিশীল ভাবধারা নিষিদ্ধ করেন। ছাত্রদের বিদেশে পড়াশুনা ও বিদেশী অধ্যাপকদের অস্ট্রিয়ায় অধ্যাপনা করা নিষিদ্ধ করেন। ছাত্রদের মধ্যে যাতে স্বাধীন ও যুক্তিবাদী চিন্তার বিস্তার না ঘটে এজন্য শিক্ষা ব্যবস্থাকে ক্যাথলিক গির্জা ও যাজকদের অধীনে আনা হয়।

মেটারনিখ ব্যবস্থার অন্যতম প্রয়োগক্ষেত্র ছিল জার্মানী। কারণ জার্মানী ছিল উদারনৈতিক ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের জন্মভূমি। সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অধ্যাপক, ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীরা যে প্রগতিশীল আদর্শ প্রচার করতেন তাকে ভিত্তি করেই ছাত্র সংগঠনগুলি রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত করতে থাকে। বুদ্ধিজীবী ও ছাত্রসমাজের এই উদারতান্ত্রিক চেতনা মেটারনিখকে শঙ্কিত করে। ফলে তিনি এই আন্দোলন দমনের জন্য ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে 'কার্লসবাড ডিক্রি' জারি করে জার্মানীর উদারতান্ত্রিক আন্দোলন দমন করতে সচেষ্ট হন।

মেটারনিখ ব্যবস্থা শুধুমাত্র অস্ট্রিয়া বা জার্মানীতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ইতালী সহ ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলিতেও উদারনৈতিক আন্দোলন দমনের জন্য তিনি এই ব্যবস্থা চালু করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি "ইউরোপীয় শক্তি সমবায়" (১৮১৫) গঠন করেন। মেটারনিখের মতে "ইতালী ছিল একটি ভৌগোলিক সংজ্ঞা মাত্র।" তাই ভিয়েনা চুক্তির মাধ্যমে তিনি ইতালীর ঐক্যের চিন্তাকে সমাধি দেন। তিনি ইতালীয় জাতীয়তাবাদকে দমিয়ে রাখার জন্য নেপোলিয়ানের আমলে কোড নেপোলিয়ান ও যোগ্যতার ভিত্তিতে চাকুরীতে নিয়োগের প্রথা বন্ধ করে দেন। সর্বত্র গুপ্তচরও পুলিশের দ্বারা জাতীয়তাবাদ ও সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করা হয়।

বলকান অঞ্চলের উপরেও মেটারনিখ ব্যবস্থার প্রভাব পড়েছিল। তুরস্কের বিরুদ্ধে গ্রীসের জনগণ স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু করলে মেটারনিখ তা দমন করতে সচেষ্ট হন। তবে তিনি শেষ পর্যন্ত গ্রীসের স্বাধীনতা আটকাতে পারেন নি।

কিন্তু মেটারনিখ পদ্ধতি শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছিল। ঐতিহাসিক কার্লটন হেইজে (Carlton Hages)-এর মতে—(i) মেটারনিখতন্ত্রের কোন গঠনমূলক দিক ছিল না। এটি ছিল নেতিবাচক ও সংস্কারবিমুখ। (ii) তিনি ইউরোপের সকল রাজাদের সহযোগিতা পাননি। ইংল্যান্ড গোড়া থেকেই তাঁর বিরোধিতা করে। ১৮৩০ জুলাই বিপ্লবের পর ফ্রান্সও তার পক্ষ ত্যাগ করে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয় যে মেটারনিখ পদ্ধতির পতন ছিল অনিবার্য। কারণ তিনি যুগধর্মকে অস্বীকার করে ইতিহাসের গতির বিরুদ্ধে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন।

তিনি কেবলমাত্র ফরাসী বিপ্লবের ধ্বংসাত্মক রূপই দেখেছিলেন, বিপ্লব প্রসূত ভাবধারা যথা গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও উদারতন্ত্রের তাৎপর্য তিনি উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। দমনপীড়নের মাধ্যমে নবজাগ্রত আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলিকে হয়তো কিছুদিনের জন্য দমিয়ে রাখা যায় কিন্তু তাদের জয় অনিবার্য। পরিবর্তন যে ইতিহাসের ধর্ম একথা না বুঝেই তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি ব্যয় করেন পরিবর্তন বন্ধ করার কাজে—যা তাঁর পতনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল।

ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের কারণগুলি কী?

উত্তর ঃ ***ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের মূল কারণ ঃ*** C.J.H. Hayes তাঁর "Modern Europe to 1870" গ্রন্থে মন্তব্য করেছিলেন যে, "By 1848 his (Louis Philip) office was assuming more the character of a disctatorship than a parliamentary ministry". অর্থাৎ ১৮৪৮ সালের মধ্যেই লুই ফিলিপের সরকার স্বৈরাচারী শাসনের রূপ গ্রহণ করেছিল। এটাই ছিল ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের মূল বা প্রধান কারণ। ১৮৩০ সালে ফ্রান্সে জুলাই